‘ক্যাসিনো খালেদের’ বিরুদ্ধে গুলশান থানায় ৩ মামলা

রাজধানীর ফকিরাপুলের ইয়াংমেনস ক্লাবের অবৈধ ক্যাসিনো মালিক যুবলীগ ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ মাহমুদ ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে তিনটি মামলা দায়ের হয়েছে। অস্ত্র ও মাদক রাখা এবং মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে বৃহস্পতিবার দুপুরে গুলশান থানায় এ মামলা করা হয়।

খালেদা মাহমুদ ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে র্যাব-৩ এর পক্ষ থেকে এ মামলা করা হয়। গুলশান থানায় অস্ত্র ও ইয়াবা রাখার অভিযোগে এবং মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে এ তিন মামলা করা হয়। আর মাদক আইনে মামলার প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে মতিঝিল থানায়। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

বুধবার রাতে খালেদ মাহমুদ ভূঁইয়াকে গ্রেফতারের সময় অস্ত্র ও ইয়াবা পাওয়া যায়। এ ছাড়া তার ক্যাসিনো থেকে নারী, মদসহ নিষিদ্ধ বস্তু উদ্ধার করে র্যাব।

বুধবার রাতে দীর্ঘ অভিযান শেষে গুলশানের বাসা থেকে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ মাহমুদ ভূঁইয়াকে গ্রেফতার করে র্যাব। এ সময় অস্ত্র, গুলি, মাদকসহ গ্রেফতার করা হয়। এর পর থেকে বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত র্যাব-৩ এর হেফাজতে ছিলেন খালেদ।

আজ মামলা দায়েরের পর খালেদকে গুলশান থানায় হস্তান্তর করা হয়। তার রিমান্ড আবেদন করে আদালতে তোলা হবে বলে গুলশান থানা পুলিশ জানিয়েছে।

বুধবার খালেদকে গ্রেফতারের আগে ফকিরাপুলের ইয়াংমেন ক্লাবে নিষিদ্ধ ক্যাসিনোতেও অভিযান চালায় র্যাব। এখান থেকে দুই নারীসহ ১৪২ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এদের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেয়া হয়েছে। ক্যাসিনোতে মদ আর জুয়ার বিপুল সরঞ্জামের পাশাপাশি প্রায় ২৫ লাখ টাকা উদ্ধার করা হয়।

ক্লাবটির সভাপতি খালেদ মাহমুদ ভূঁইয়া। অনেক দিন ধরে এখানে জুয়াসহ নানা অপকর্ম চলছিল। সাম্প্রতিককালে অতিমাত্রায় বেড়ে যাওয়ার পর